দৈনিক ইনকিলাব

052

তারিখ 26 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

৮৮

এসএসসি পরীক্ষায় নয়া পদ্ধতি চালু হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

26 NOV 1988 ।।৮

শিক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, ছাত্রদের প্রতিভা ও মেধা যাচাইয়ের এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বর্তমান ধারা বন্ধের লক্ষ্যে সরকার মাধ্যমিকপর্যায়ে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রী গতকাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। খবর বাসস'র।

সমিতির সভা নেত্রী মিসেস রাশীদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ডঃ এ এইচ এম করিম এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মজুমদার বক্তৃতা করেন।

জনাব মাহমুদ বলেন, এই নয়া পদ্ধতি ১৯৮৯ সালে ৮ম শ্রেণী থেকে চালু করা হবে। এই পদ্ধতিতে একজন পরীক্ষার্থীকে শতকরা ৬০ ভাগ উদ্দেশ্যমূলক ও শতকরা ৪০ ভাগ লিখিত বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পরীক্ষার্থীকে উভয় পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

তিনি বলেন, ১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে।

এটি ছাত্রদের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন থেকে বিরত রাখবে।

জনাব মাহমুদ বলেন, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় ৩ মাস আগে ডিসেম্বরের দিকে এ পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহের নাম ঘোষণা করা হবে। যাতে করে ছাত্ররা আগে থেকে তাদের থাকার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করতে পারে।

তিনি উল্লেখ করেন, যোগ্যতা প্রমাণে অসমর্থ হলে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সাহায্য বন্ধের জন্যও সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, কতজন ছাত্র পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলো সেটি নয়, কতজন পাস করলো আমরা সেটিই দেখতে চাই।

শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সরকার দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে দু'টি এফিলিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন।

মন্ত্রী সমিতির সদস্যদের সহায়তার আশ্বাস দিয়ে বলেন, ডিসেম্বরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষার নিয়োগবিধি ঘোষণা করা হবে। দেশের ৪টি বিভাগ থেকে প্রায় ১২শ' প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।